২২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

039

মাদারীপুরের দু'টি উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

মাদারীপুর, ২৭শে সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)। মাদারীপুর জেলা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ডনোভান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি বর্তমানে বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। ফলে ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৬৮ সালে জাতীয়করণকৃত এই বিদ্যালয়টিতে শ্রেণীকক্ষের তীব্র সংকট বিরাজ করছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের অব্যবহৃত ভবনটি মেরামত না করায় এ সংকট আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। এদিকে আগের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় কোন সেকশন বৃদ্ধি করা হয়নি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তীব্র সংকট রয়েছে। বিদ্যালয়ের এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়ে ২৫ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে রয়েছে মাত্র ১৭জন। এর মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষিকার পদটি দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। বারবার আবেদন সত্ত্বেও উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শূন্য পদগুলো পূরণ করার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বিদ্যালয়টিতে ২ জন করণিকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রেরও অভাব রয়েছে।

১৯৭০ সালে স্থাপিত গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩শ' ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করলেও বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। গত নভেম্বরের ঝড়ে বিদ্যালয়টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে একটি বেসরকারী সংস্থার সাহায্যে বিদ্যালয় ভবনের ছাউনি নির্মাণ করা হলেও বেড়া বা দরজা-জানালা দেয়া সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়টিতে কোন কমন রুম, বিজ্ঞানাগার ও লাইব্রেরী নেই।

বিদ্যালয়টিতে চেয়ার-টেবিল বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের তীব্র সংকট রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। কোন নলকূপ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে মাত্র ১০ জন শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ চলছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ খালি রয়েছে।